দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 10/5/82 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

জনমত

বেসরকারী কলেজ শিক্ষক

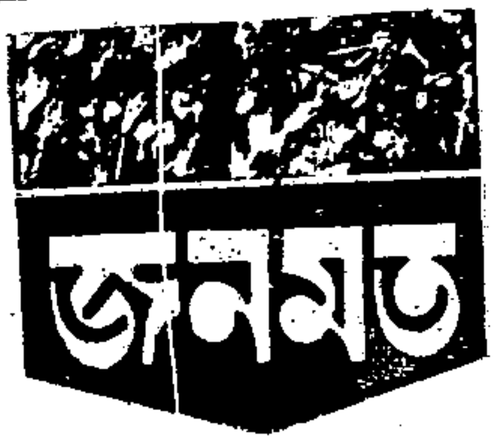

সরকারী ও বেসরকারী কলেজের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষকবৃন্দের বেতন স্কেলের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বেসরকারী কলেজের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষকগণের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নির্ধারণ করে দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তরের মাননীয় মহাপরিচালক অতি সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। ১-১-৮২ থেকে কার্যকর এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে বেসরকারী কলেজের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষকগণকে সরকারী কলেজের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষকগণের সমযোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। কিন্তু সরকারী কলেজগুলির মতো বেসরকারী কলেজগুলি কোন একক কর্তৃত্বাধীন না থাকায় বেসরকারী কলেজগুলির শিক্ষকগণের বিশেষ করে অধ্যক্ষগণের চাকরির ব্যাপারে বড় রকমের জটিলতা দেখা দিয়েছে। যদিও প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষকগণের মত অধ্যক্ষও একজন শিক্ষক, তবু অধ্যক্ষ একজন প্রশাসক বিধায় বর্তমানে প্রশাসন ক্ষেত্রের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই যে একটি বেসরকারী কলেজে একজন অধ্যক্ষের চাকরি খুবই অল্পকাল স্থায়ী। বাংলাদেশে বেসরকারী কলেজসমূহের কোন একটিতে অধ্যক্ষের চাকরিকাল গড়ে ৩ বৎসরের বেশি নয়। অর্থাৎ যদি কেউ অধ্যক্ষ হিসাবে বেসরকারী কলেজে গত ১৫ বৎসর চাকরি করে থাকেন, তবে তাঁকে অন্ততপক্ষে ৫টি কলেজ বদলাতে হয়েছে। কিন্তু উপাধ্যক্ষ সহ, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকগণের স্থায়িত্ব কাল গড়ে ৭ বৎসরের কম নয়। একজন অধ্যক্ষকে নানা কারণে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ঘন ঘন কলেজ বদলাতে হয়। ছাত্র, শিক্ষক, গবর্নিং বডি ও স্থানীয় এবং দেশীয় রাজনীতির সাথে খাপ-খাইয়ে বা মানিয়ে চলতে না পারলেই একজন অধ্যক্ষের চাকরি ত্যাগ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। অথচ এর সবগুলির সাথে একই সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা যে কত কঠিন তা বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের অজানা নয়। একজন অধ্যক্ষকে বর্তমানে শিক্ষা প্রশাসনের চাইতে অনেক গুণ বেশি ব্যস্ত থাকতে হয় অর্থ-সংগ্রহের কাজে। কেননা অধিকাংশ কলেজের শিক্ষকদের বেতনের সিংহভাগ আসে দান ও চাঁদা থেকে। সময় মতো ও পর্যাপ্ত অর্থ সংগ্রহ করতে না পারলে শিক্ষকগণের অসন্তোষের মুখে অনেক অধ্যক্ষকে চাকরি ত্যাগ করতে হয়। এইসব মুখ্য কারণ এবং অন্যান্য অত্যন্ত গৌণ কারণেও একজন অধ্যক্ষকে এক কলেজের চাকরি ছেড়ে অন্য কলেজে চাকরি গ্রহণ করতে হয়।

উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তিতে বিবৃত হয়েছে যে, বেসরকারী কলেজের অধ্যক্ষকে অবশ্যই দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টার ডিগ্রীধারী হতে হবে অথবা তার প্রথম শ্রেণীর মাস্টার ডিগ্রী থাকতে হবে। ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হবে ১৫ বৎসরের এবং ইন্টার মিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হবে ১০ বৎসরের।

দেশের শতকরা ৭০% বেসরকারী কলেজের অধ্যক্ষ পাস কোর্সের স্নাতক এবং ২য় শ্রেণীর মাস্টার ডিগ্রীধারী। তারা নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও সফলতার সাথে বেসরকারী কলেজগুলি পরিচালনা করে আসছেন। যদিও ১-১-৮২ তারিখের পূর্বে নিযুক্ত পাস কোর্সের স্নাতক এবং ২য় শ্রেণীর মাস্টার ডিগ্রীধারী প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন অধ্যাপক ও অধ্যক্ষগণকে বিজ্ঞপ্তিতে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়নি, তবু ১-১-৮২ তারিখ থেকে পরবর্তী সময়ে তারা যেসব কলেজে চাকরিতে আছেন সেইসব কলেজ ছাড়া অন্য কোন কলেজে নিযুক্ত হতে অযোগ্য বলে ঘোষিত হয়েছেন। ফলে তাদের মধ্যে যদি কেউ কোন কলেজে কিম্বা একাধিক কলেজে ১৫/২০ বৎসর যাবৎ দক্ষতার সাথে অধ্যক্ষের বা অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করে থাকেন এবং পূর্বে বর্ণিত যে কোন কারণে চাকরি হারান তবে ১-১-৮২ তারিখের পর অন্য কলেজে তিনি অধ্যক্ষ হিসাবে তো নয়ই একজন প্রভাষক হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতাও হারাবেন। অথচ একজন সরকারী কলেজের পাস কোর্সের স্নাতক ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিগ্রীধারী অধ্যক্ষ অথবা অধ্যাপকের যদি কলেজ ত্যাগ করার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তখন তার অন্য কলেজে বদলীর সুযোগ রয়েছে।

বেসরকারী কলেজে ১-১-৮২ তারিখের পূর্বে নিযুক্ত ও বর্তমানে চাকরিরত একজন পাস কোর্সের স্নাতক ডিগ্রীসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টার ডিগ্রীধারী প্রভাষকের অবস্থাও খুব করুণ। অনুরূপ ২য় শ্রেণীর অনার্সসহ ২য় শ্রেণীর মাস্টার ডিগ্রী বা পাস কোর্সের স্নাতক ডিগ্রীসহ প্রথম শ্রেণীর মাস্টার ডিগ্রীর নিম্নের ডিগ্রীধারীদের প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, উপাধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষের পদে নিয়োগ নিষিদ্ধ হওয়ায় বেসরকারী কলেজে চাকরিরত পাসকোর্সের স্নাতক ডিগ্রীসহ ২য় শ্রেণীর মাস্টার ডিগ্রীধারী শিক্ষকগণের কলেজ বদল ও চাকরিতে পদোন্নতিও বন্ধ হয়ে গেছে। পাসকোর্সের ডিগ্রীসহ ২য় শ্রেণীর মাস্টার ডিগ্রীধারী একজন প্রভাষক যিনি ৩১-১২-৮১ তারিখে তার চাকরির সাত বৎসর এগারো মাস উনত্রিশ দিন পূর্ণ করেছেন স্টাফিং প্যাটার্ন অনুযায়ী কলেজে তার পদোন্নতির সুযোগ থাকলেও উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তির কারণে তিনি ১-১-৮২ তারিখের পর নিজ কলেজে পদোন্নতির অযোগ্য এবং অন্য যে কোন কলেজে কলেজ শিক্ষকের নিম্নতম পর্যায়েও নিয়োগের অযোগ্য বলে ঘোষিত হয়েছেন। এই অবস্থায় বেসরকারী কলেজের উল্লিখিত যোগ্যতাসম্পন্ন অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ দারুণ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

এ সমস্যার বাস্তব সমাধানের জন্য বেসরকারী কলেজ জাতীয়করণের সময় চাকরিরত শিক্ষকগণের চাকরি যে সব নিয়মের অধীনে অধিগ্রহণ করা হয়, বর্তমানে বেসরকারী কলেজে বেতন স্কেল নির্ধারণের সময়েও অনুরূপ প্রয়োজনীয় নিয়ম প্রবর্তন করে বেসরকারী কলেজের চাকরিরত অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকগণের পদকে বদলীযোগ্য ঘোষণা করতে এবং ১-১-৮২ তারিখের পূর্বে নিযুক্ত প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পাস কোর্সের স্নাতক ও ২য় শ্রেণীর মাস্টার ডিগ্রীধারী সকল অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণকে ১-১-৮২ তারিখের পরেও অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক পদের যোগ্য ঘোষণা করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আবদুল অজিজ খান
অধ্যক্ষ,
হাজী জামালউদ্দিন কলেজ
ভাঙ্গুড়া, পাবনা।